গাংনীতে র্যাবের অভিযানে জুয়ার এজেন্ট আটক, ল্যাপটপ-স্মার্টফোন জব্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মো. আরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২।

বুধবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার, পিপিএম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র্যাব জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ওয়ান এক্স বেট, ওয়ান এক্স পার্টনারস, মেইলবেট এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন প্রলোভনমূলক প্রচারণা ও রেফারেল লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অনলাইন জুয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

র্যাব আরও জানায়, অভিযান চলাকালে তার শয়নকক্ষ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অনলাইন জুয়া পরিচালনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে র্যাব দাবি করেছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৬, ১৭, ১৯(১) ও ২৫ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়াসহ সব ধরনের অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে

এবং ভবিষ্যতে তা আরও জোরদার করা হবে র্যাব বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

হাসপাতালে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নারী চোর চক্রের ছয় সদস্য আটক হওয়ার ঘটনা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়; এটি সরকারি হাসপাতালগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতারই একটি স্পষ্ট প্রতিফলন।

যেখানে মানুষ অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসার আশায় আসে, সেখানে যদি নিজের টাকা, মোবাইল কিংবা মূল্যবান জিনিসপত্রের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

হাসপাতালে প্রতিদিন শত শত রোগী ও তাদের স্বজনের সমাগম ঘটে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংঘবদ্ধ চোর চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকলেও তা নজর এড়িয়ে গেছে। সর্বশেষ সচেতন রোগী ও উপস্থিত মানুষের তৎপরতায় চক্রটির কয়েকজন সদস্য আটক হলেও প্রশ্ন থেকে যায়—এর আগে যারা ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাদের দায় কে নেবে? একই সঙ্গে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তাও গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা প্রয়োজন।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেবল পুলিশ বা আনসার সদস্যদের দায়িত্ব নয়; হাসপাতাল প্রশাসনকেও আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, নিয়মিত মনিটরিং, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি এবং নিরাপত্তাকর্মীদের প্রশিক্ষণ বাড়ানো জরুরি।

পাশাপাশি রোগী ও স্বজনদেরও মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণে সচেতন করতে মাইকিং, ডিজিটাল ডিসপ্লে বা সতর্কতামূলক নোটিশের ব্যবস্থা করা উচিত।

এই ঘটনার দ্রুত আইনগত নিষ্পত্তি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধচক্র হাসপাতালকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করার সাহস না পায়।

হাসপাতাল মানুষের চিকিৎসা ও আশ্রয়ের জায়গা—ভয়, অনিরাপত্তা কিংবা অপরাধের নয়। তাই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগেই হাসপাতালকে রোগীবান্ধব, নিরাপদ ও আস্থার পরিবেশে পরিণত করতে হবে। কারণ নিরাপদ হাসপাতালই উন্নত স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম পূর্বশর্ত।

ইমা-রুবেল দম্পতির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার মামলায় মেহেরপুরের তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. তানিয়া খাতুন এ আদেশ দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট রোকেয়া খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলি আদালতে হাজির হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর-৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে বিচারক আসামিদের আগামী ৬ জুলাই আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন।

আসামিরা হলেন, মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার বাসিন্দা রুবেল শেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন ইমা।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিদের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে তারা বাদীর কাছে ঋণ চান। সরল বিশ্বাসে বাদী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ২০২৫ সালের ৯ নভেম্বর নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেন। আসামিরা ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি

দিয়ে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। পাশাপাশি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকার একটি চেক (চেক নং- FSIB MSO D-6453786, হিসাব নং- 021912200007019) প্রদান করেন।

পরবর্তীতে নির্ধারিত সময় শেষে চেকটি ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক জানায়, হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এছাড়া চেকের হিসাব সম্পর্কেও জটিলতার কথা উল্লেখ করে চেকটি ফেরত দেওয়া হয়।

এরপর বাদী একাধিকবার আসামিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বিভিন্ন অজুহাতে সময়ক্ষেপণ করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ পাওনা টাকা চাইতে গেলে আসামিরা টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানান এবং পুনরায় টাকা চাইতে গেলে হত্যার হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদাম বিক্রি করে চলে লেখাপড়া ও সংসার

যে বয়সে হাতে থাকার কথা রঙ-পেন্সিল, বই-খাতা আর বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে ছুটে বেড়ানোর কথা, সেই বয়সেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে আট বছরের শিশু মাহিম। মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির এই শিক্ষার্থী স্কুলের টিফিন বিরতি ও ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা না করে বাদাম বিক্রি করে পরিবারের খরচ জোগাতে সহায়তা করছে।

দেড় বছর আগে স্ট্রোকে মাহিমের বাবা মান্নান আলীর মৃত্যু হয়। এরপর মা শিল্পী খাতুন, ছোট বোন এবং মাহিমকে নিয়ে পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। কোনো স্থায়ী আয়ের উৎস না থাকায় বাধ্য হয়েই ছোট্ট মাহিমের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাদামের প্যাকেট।

প্রতিদিন সকালে বিদ্যালয়ে এসে নিয়মিত ক্লাস করে মাহিম। কিন্তু টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই যখন অন্য শিক্ষার্থীরা মাঠে খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে হাতে বাদামের ঝুড়ি নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণ ও আশপাশে

বিক্রি শুরু করে। বিদ্যালয় ছুটির পরও সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তার এই সংগ্রাম। এরপর বাড়ি ফিরে ক্লান্ত শরীর নিয়েই বসতে হয় পড়ার টেবিলে।

মাহিম বলে, “আমি লেখাপড়া করে বড় মানুষ হতে চাই। বাবার মতো কষ্ট করতে চাই না। বাদাম বিক্রি করি, কারণ বাসায় টাকা লাগে। সবাই যখন খেলে, আমারও খেলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আগে বাদাম বিক্রি করতে হয়।”

শিশুটির মা শিল্পী খাতুন চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেন, “স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় কাজ খুঁজেছি, কিন্তু নিয়মিত কাজ পাইনি। বাধ্য হয়েই ছেলের হাতে বাদাম তুলে দিয়েছি। একজন মা হিসেবে এটা খুব কষ্টের।

আমি চাই আমার ছেলে শুধু লেখাপড়া করুক। সরকার বা কোনো সহৃদয় ব্যক্তি পাশে দাঁড়ালে ওকে আর বাদাম বিক্রি করতে হবে না।” মাহিমের সহপাঠী রক্তিম বলে, “টিফিনের সময় আমরা খেলি, কিন্তু মাহিম বাদাম বিক্রি করে। আমরা চাই ও আমাদের সঙ্গে খেলুক।”

সহপাঠী রাসেল হোসেন বলে, “মাহিম খুব ভালো ছাত্র। স্যার যা পড়ান, সবই পারে। ওর যেন আর কষ্ট না করতে হয়।”
আরেক ছাত্রী সিনথিয়া জানায়, “মাঝে মাঝে মাহিমের কাছ থেকে বাদাম কিনি। ও সবসময় হাসিমুখে থাকে, কিন্তু বুঝি ও অনেক কষ্ট করে।”

স্থানীয় বাসিন্দা আলেক হোসেন বলেন, “মাহিম শুধু একটি শিশুর নাম নয়, সে সমাজের অসংখ্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুর প্রতিচ্ছবি। দারিদ্র্য তাদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছে। যথাসময়ে সরকারি ও সামাজিক সহায়তা পেলে তারাও স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাবে।”

আরেক বাসিন্দা আরিফ হোসেন বলেন, “আজ মাহিমের ছোট্ট দুটি হাত বাদাম বিক্রি করছে, কিন্তু সুযোগ পেলে সেই হাতই একদিন সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। প্রয়োজন শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রের আন্তরিক সহযোগিতা।”

মাহিমের বাংলা বিষয়ের শিক্ষিকা বলেন, “এত অল্প বয়সেই মাহিমের কাঁধে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তাকে বাদাম বিক্রি করতে হচ্ছে। এই বয়সে এমন চাপ থাকায় সে বাড়িতে ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারে না। আমার বিশ্বাস, পরিবারের আর্থিক অবস্থা যদি একটু ভালো হতো, আর বাসায় কেউ যদি তাকে নিয়মিত পড়াশোনায় সহযোগিতা করত, তাহলে ক্লাসে আমরা যা

পড়াই, তা আরও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারত। মাহিমের আরও ভালো করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।”

ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাসিদুর রহমান বলেন, “আমাদের বিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ও আনুষঙ্গিক খরচ তাদের পরিবার বহন করে। কিন্তু খুবই দুঃখজনক যে, এই ছোট্ট বয়সেই মাহিমকে নিজের পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে। বাদাম বিক্রি করে সে সংসারে সহযোগিতা করছে, যা অত্যন্ত কষ্টের বিষয়। আমি চাই, সরকারি বা বেসরকারিভাবে এমন সহায়তা করা হোক, যাতে মাহিম এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অন্য শিশুদের মতো লেখাপড়া ও খেলাধুলার মধ্যেই তার শৈশব কাটাতে পারে।”

ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বলেন, “মাহিম নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে এবং পড়াশোনায় মনোযোগী। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে তাকে বাদাম বিক্রি করতে হচ্ছে। বিষয়টি আমাদের ব্যথিত করে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করা হচ্ছে। তবে শিশুটির জন্য সরকারি ও সামাজিক সহায়তা খুবই প্রয়োজন।”

দারিদ্র্যের নির্মম বাস্তবতায় মাহিমের শৈশব আজ হারিয়ে যাচ্ছে জীবিকার সংগ্রামে। তবুও তার চোখে স্বপ্ন একদিন লেখাপড়া করে বড় মানুষ হবে। এখন প্রয়োজন সমাজের মানবিক মানুষ এবং রাষ্ট্রের কার্যকর সহায়তা, যাতে বাদামের ঝুড়ির পরিবর্তে তার হাতে থাকে শুধু বই-খাতা আর স্বপ্ন পূরণের সাহস।

মেহেরপুরের প্রবীণ শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামের প্রবীণ শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম মাস্টার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে নিজ বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, সন্তান, অসংখ্য শিক্ষার্থী, গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

শিক্ষকতা জীবনে তিনি অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে তুলেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাবেক শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

মরহুম হাজী মো. সিরাজুল ইসলাম ১৯৬২ সালে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। তিনি গহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কাঁঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। ২০০৮ সালে গহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসরের পরও তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি ছিলেন পরোপকারী, নির্লোভ, নিরহংকার ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ।
বুধবার সকাল সাড়ে ৮টায় রফিকুল মিয়ার চাতাল প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম দ্বিগুণ, কেজিতে বেড়েছে ১শ টাকা

মেহেরপুরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম কেজিপ্রতি বেড়েছে ১০০ টাকা। গত সপ্তাহে প্রতি কেজি মরিচের দাম ছিল ৯০ টাকা, যা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায়।

তবে দাম বাড়লেও কৃষকদের মনে দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা। শুরু হয়েছে

বৃষ্টি; জমিতে পানি জমে থাকা কিংবা বৃষ্টির পর হঠাৎ রোদ উঠলে মরিচগাছ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। ব্যবসায়ীদের মতে, বাজারে মরিচের সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বৃষ্টির কারণে চাষিরা ঠিকমতো মরিচ তুলতে পারছেন না।

বুধবার সকালে সরেজমিনে গাংনী উপজেলার দেবীপুর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম কেজিপ্রতি ১০০ টাকা বেড়েছে।

গাংনী উপজেলার একাধিক মরিচ চাষির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে অন্যান্য ফসলের তুলনায় মরিচ চাষে বেশি লাভ হচ্ছে। আজ প্রতি কেজি মরিচ ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তবে বৃষ্টির পর রোদ উঠলে উপজেলার অধিকাংশ মরিচগাছ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

কৃষকদের ভাষ্য, প্রতি বিঘা জমিতে মরিচ চাষে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং ফলন ভালো হলে ভালো লাভ পাওয়া যায়। এখানকার উৎপাদিত মরিচ স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়।

মরিচ চাষি রকিবুল ইসলাম বলেন, “এখানকার কৃষকেরা পতিত ও আবাদি জমিতে মরিচ চাষ করেন। লাভজনক হওয়ায় দিন দিন চাষিদের আগ্রহ বাড়ছে। আজ মরিচ ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। গত সপ্তাহে দাম ছিল ৯০ থেকে ১০০ টাকা। আমিও মরিচ নিয়ে এসেছি, এখনও বিক্রি করিনি। ১৯০ টাকা দাম পেলে বিক্রি করে দেব।”

গাড়াবাড়িয়া এলাকার মরিচ চাষি আলমগীর হোসেন বলেন, “মরিচের বস্তা দেখলেই ব্যবসায়ীরা কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আজ মরিচ ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। আমদানি কম থাকায় দাম বেড়েছে, এতে চাষিরা লাভবান হবেন।”

মরিচ চাষি ইমরান হোসেন বলেন, “প্রতি বছরের মতো এবারও মরিচ চাষ করেছি। আশা করছি আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কম সময়েই ভালো লাভ হবে। তবে বৃষ্টির কারণে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টি ও হালকা বাতাসে গাছের গোড়া নরম হয়ে যায়। পরে রোদ উঠলে গাছ মারা যায়, এতে অনেক চাষিকে লোকসান গুনতে হয়।”

মরিচ ব্যবসায়ী মো. ইনজাল হোসেন বলেন, “আজ মরিচের কেজি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা, অথচ গত সপ্তাহে ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা। মরিচের দাম

ওঠানামা করা বোঝা কঠিন। বৃষ্টির কারণে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। এভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে দাম আরও বাড়তে পারে।”

দেবীপুর বাজারের ইজারাদার মো. মিন্টু মিয়া বলেন, “কোনো দিন ৫ হাজার, কোনো দিন ৪০ হাজার, আবার কোনো দিন ৩ হাজার কেজি মরিচ বাজারে আসে। আজ প্রায় ৩ হাজার কেজি মরিচ আমদানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় আমদানি কমেছে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১ হাজার ৮৩৫ হেক্টর জমিতে মরিচের চাষ হয়েছে। গত বছর এ পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮২৫ হেক্টর। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবার মরিচের আবাদ কিছুটা বেড়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিয়ার রহমান বলেন, “অনুকূল আবহাওয়া ও ভালো দাম অব্যাহত থাকলে চাষিরা লাভবান হবেন। বর্তমানে মরিচের বাজারদর ভালো রয়েছে। তবে ভারী মৌসুমি বৃষ্টির সতর্কতা থাকায় ক্ষতি এড়াতে জমিতে নালা করে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।”

গাংনীতে চুরির হিড়িক: ভ্যান হারিয়ে বিপাকে সাত সদস্যের দরিদ্র পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে চুরির ঘটনা যেন থামছেই না। আবারও গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের হানা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই গ্রামে। গত রাতে আনুমানিক রাত ২:০০টার দিকে গ্রামটির দরিদ্র ভ্যান চালক রকিবুলের বাড়ি থেকে একটি পাখি ভ্যান চুরি হয়ে গেছে। ভুক্তভোগী রকিবুল ইসলাম ওই গ্রামের লালচাঁদ (লালু)-এর ছেলে। চুরি হওয়া ভ্যানটির আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো ভ্যানটি বাড়িতে রেখে ঘুমাতে যান চালক রকিবুল। এরপর রাত প্রায় ৩:০০টার

দিকে তার বাবা ঘুম থেকে উঠে দেখেন বাড়ির উঠানে রাখা ভ্যানটি নেই। পরে বুঝতে পারেন, চোরচক্র প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে অত্যন্ত সুকৌশলে ভ্যানটি চুরি করে নিয়ে গেছে। রাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গাড়িটির কোনো সন্ধান মেলেনি।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী রকিবুল ইসলাম আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “আমাদের পরিবারে মোট সাতজন সদস্য রয়েছে। যার মধ্যে আমার একটি প্রতিবন্ধী নাতি রয়েছে, যার নিয়মিত চিকিৎসার খরচ চালাতে হয়। এই প্রতিবন্ধী নাতির চিকিৎসাসহ পরিবারের এতগুলো মানুষের খাদ্যের ভার ছিল আমার ওপর। একমাত্র আয়ের উৎস এই ভ্যানটি চালিয়েই আমি সংসারের আহার জোগাড় করতাম। এটি হারিয়ে যাওয়ায় এখন আমার পক্ষে সংসার চালানো সম্পূর্ণ দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আমি প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি, তারা যেন দ্রুত আমার এই ভ্যানটি উদ্ধার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।”

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে ইদানীং চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি করেছে। বারবার এমন চুরির ঘটনায় অসহায় পরিবারগুলো সর্বস্বান্ত হচ্ছে। স্থানীয়রা দ্রুত চোরচক্রকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে খোয়া যাওয়া পাখি ভ্যান বা এর কোনো সন্ধান পেলে ভুক্তভোগী পরিবার অথবা নিকটস্থ থানায় যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। চুরি রোধে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকর ও জোরালো পদক্ষেপ কামনা করছেন এলাকাবাসী।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল মঙ্গলবার ‘সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড ও বৃক্ষ বিতরণ’ কর্মসূচি

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর ওয়াইপিএজি (YPAG) এর আয়োজনে, এফসিডিওর অর্থায়নে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস (MIPS) প্রকল্পের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেকেন্দার আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন এবং ওয়াইপিএজি সদস্যরা।

সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ কর্মসূচির মূল আকর্ষণ ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা ও বৃক্ষ বিতরণ। কুইজে প্রথম স্থান অর্জন করেন ইসরাত জাহান ইসরা, দ্বিতীয় হন ইফ্ফাত আবৃতা আভা এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন সামিহা রেজা।

অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়।

নেতৃত্বের মর্যাদা রক্ষায় অপবাদের ঊর্ধ্বে থাকা

নেতৃত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানের নয়, বরং দায়িত্ব ও আমানতের নাম। একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন আমীর বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রতিটি কথা, কাজ ও আচরণ সমাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

তাই তাঁর দায়িত্ব শুধু সৎ হওয়া নয়; বরং এমন জীবনযাপন করা, যাতে তাঁর সম্পর্কে কোনো অমূলক সন্দেহ বা অপবাদের সুযোগ সৃষ্টি না হয়। কারণ একজন নেতার ব্যক্তিগত বিচ্যুতি শুধু তাঁর নিজের ক্ষতির কারণ হয় না; অনেক সময় তা মানুষের আস্থা, প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা এবং দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই শিক্ষা আমরা পাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন থেকে। একবার তিনি মসজিদে নববীতে ইতেকাফে ছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী হযরত সাফিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা সাক্ষাৎ করতে এলে

বিদায়ের সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দেন।

পথে দুইজন সাহাবী তাঁদের দেখে দ্রুত চলে যেতে চাইলে তিনি তাঁদের ডেকে বললেন, “ইনি আমার স্ত্রী সাফিয়্যা।” সাহাবীগণ বললেন, “ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার সম্পর্কে এমন ধারণা করতে পারি?” তখন তিনি বললেন, “আমি জানি তোমরা তা করবে না; কিন্তু শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।” (বুখারী, মুসলিম)

এ ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়, সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার পর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেয়ে সন্দেহের সুযোগই সৃষ্টি না করা অধিক উত্তম। একজন নেতার স্বচ্ছতা শুধু বাস্তবেই নয়, মানুষের দৃষ্টিতেও প্রতিভাত হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির পার্থক্য রয়েছে। একজন সাধারণ ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে সৎ থাকলেই অনেকাংশে দায়িত্ব পালন হয়। কিন্তু যিনি মানুষের অনুসরণীয়, তাঁর ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। তাঁকে এমনভাবে চলতে হবে, যাতে তাঁর আচরণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করে, বিভ্রান্তি নয়।

ড. মুশফিক আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যে মুফতি ফতোয়া দেন, যে মুহাদ্দিস হাদিস শিক্ষা দেন, যে পীর মানুষের আত্মশুদ্ধির দায়িত্ব পালন করেন, যে আমীর আনুগত্যের দাবিদার এবং যে ইমামের পেছনে মানুষ সালাত আদায় করেÑতাঁদের প্রত্যেকের জন্য সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকা অপরিহার্য। তাঁদের শুধু সৎ হলেই চলবে না; বরং তাঁদের সততা মানুষের কাছেও সুস্পষ্ট হতে হবে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোহমতের স্থান থেকে নিজেদের রক্ষা করো।” (কাশফুল খাফা; আল-জামিউল কাবীর)

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, “যে ব্যক্তি নিজেকে অপবাদের স্থানে নিয়ে যায়, মানুষ তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করলে সে যেন তাদের দোষ না দেয়।” এই কথার মধ্যে গভীর প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। অনেক সময় মানুষের সন্দেহের জন্য সমাজের চেয়ে ব্যক্তির নিজের অসতর্কতাই বেশি দায়ী হয়।

ইতিহাসে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জবাবদিহিতার একটি ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। একবার তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে

সবার মতো একখণ্ড কাপড় পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে একটি লম্বা জামা পরিহিত দেখে একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, “সবার সমান কাপড় পাওয়ার পর আপনি এত বড় জামা কীভাবে বানালেন?” খলিফা হয়েও তিনি প্রশ্নকারীকে ভর্ৎসনা করেননি। বরং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাঁড় করিয়ে ব্যাখ্যা দিতে বললেন যে, তিনি নিজের অংশের কাপড় পিতাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তখন উপস্থিত সবাই সন্তুষ্ট হন। একজন শাসকের এই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাই মানুষের আস্থা অটুট রাখে।

বাস্তব জীবনেও এ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ধরা যাক, একজন প্রসিদ্ধ আলেম, দাঈ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এমন একটি রেস্তোরাঁয় বসে কোমল পানীয় পান করছেন, যেখানে মদও পরিবেশন করা হয়। তিনি নির্দোষ হলেও দৃশ্যটি মানুষের মনে বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। সমাজ নেতৃত্বের আসনে থাকা ব্যক্তিকে ভিন্ন চোখে দেখে। তাই তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ হওয়া উচিত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

পবিত্র কোরআনে হযরত আয়শা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিরুদ্ধে মুনাফিকদের অপবাদের ঘটনাও একই শিক্ষা দেয়। মহান আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বয়ং আয়াত নাজিল করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন উম্মাহর মাতা এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম নারীদের অন্যতম আদর্শ। তাঁর মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার ওপর যেন কোনো সন্দেহের ছায়া না পড়ে, সে জন্য মহান আল্লাহ তা’য়ালা নিজেই তাঁর নির্দোষিতা ঘোষণা করেছেন।

একই শিক্ষা পাওয়া যায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবন থেকেও। দীর্ঘ কারাবাসের পর যখন তাঁকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলো, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে কারাগার ত্যাগ করেননি। বরং প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা উদ্ঘাটনের দাবি জানান। সত্য প্রকাশের পরই তিনি কারাগার থেকে বের হন। কারণ একজন নবীর চরিত্রে সামান্য সন্দেহও মানুষের হিদায়াতের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে একটি ছবি, একটি ভিডিও বা একটি অসম্পূর্ণ তথ্য মুহূর্তের মধ্যেই হাজারো মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাই যারা নেতৃত্ব, দাওয়াত, শিক্ষা কিংবা জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ একজন নেতার চরিত্র তাঁর বক্তব্যের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলে।

অতএব, একজন প্রকৃত আমীর শুধু মহান আল্লাহ তা’য়ালার কাছে সৎ থাকলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং মানুষের কাছেও নিজেকে সন্দেহ ও অপবাদের ঊর্ধ্বে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হয়। এ সতর্কতাই নেতৃত্বের মর্যাদা রক্ষা করে, মানুষের আস্থা সুদৃঢ় করে এবং সমাজকে বিভ্রান্তির হাত থেকে নিরাপদ রাখে।
আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সবাইকে সততা, স্বচ্ছতা ও আমানতদারিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার এবং অপবাদের সব পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।
লেখক: বায়োকেমিস্ট, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা।

টানা বৃষ্টিতে ভেঙে চৌচির রাস্তা, ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত

মেহেরপুরের গাংনীতে টানা বৃষ্টিতে কাজীপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর টু বেতবাড়ীয়া রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যানবাহন নিয়ে চরম ঝুঁকিতে চলাচল করছেন এলাকাবাসী।

কয়েক দিনের টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তবে দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী।

স্থানীয়রা জানান, টানা বৃষ্টির ফলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর থেকে বেতবাড়ীয়াগামী রাস্তাটি ভেঙে চলাচলের একেবারেই অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দ্রুত মেরামত করা না হলে পুরো রাস্তা ধসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে ভারী যানবাহন তো দূরের কথা, মোটরসাইকেল নিয়েও যাতায়াত করা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভবানীপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ আহমেদ বলেন, “টানা

বৃষ্টিতে রাস্তাটি একেবারেই ভেঙে গেছে। সাধারণ মানুষ ঠিকমতো চলাচল করতে পারছে না। যেকোনো মুহূর্তে রাস্তাটি পুরোপুরি ভেঙে দুই ভাগ হয়ে যেতে পারে। যতটুকু চলাচল করা হচ্ছে, তা চরম আতঙ্ক নিয়েই করতে হচ্ছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করে চলাچলের উপযোগী করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।”

অটোচালক আনছার আলী বলেন, “ভাঙা রাস্তায় চরম ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে চলাচল করতে হয়। বিশেষ করে রাতে দুর্ঘটনার ভয় বেশি থাকে। দিনের বেলায় দেখেশুনে চলা গেলেও রাতের বেলা আলোর স্বল্পতার কারণে অনেক সময় তা স্পষ্ট দেখা যায় না, ফলে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়। ভবানীপুরের ভেতরের এই ভাঙা অংশটুকু চলাচলের একেবারে অনুপযোগী। কর্তৃপক্ষ দ্রুত মেরামত না করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই দ্রুত কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।”

ট্রাকচালক সাব্বির হোসেন বলেন, “ভাঙা রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে প্রায়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাটির বড় অংশ ভেঙে গেছে। আর কিছুদিন বৃষ্টি হলে এটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন কোনো রকমে যাতায়াত করা গেলেও রাতের বেলা আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় দ্রুত মেরামত না করা হলে এই রাস্তা দিয়ে কোনো ভারী যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, “ভবানীপুর টু বেতবাড়ীয়া রাস্তার একটি অংশে ভাঙন ধরার বিষয়টি আমরা জেনেছি। জনগণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু করা হবে। সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ, যাদের সংবাদের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি দ্রুত জানতে পেরেছি।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কথা বলে অতি দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।”